ফেলো শিক্ষক হিসেবে আমরা একটি সরকারি স্কুলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পড়াতাম। সেই দিনটির কথা আমাদের আজও স্পষ্ট মনে আছে। আমর ছোট ছেলে বসে গল্পের বই পড়ছিল। আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাস করলাম: তুমি কি বই পড়ছ? সে খুব চঞ্চলভাবে উত্তর দিল: 'ম্যাড গল্পটিই আমি গত কয়েকদিন ধরে পড়ছি।

কারণ, আমার কাছে এই একটি বই-ই আছে, ম্যাডাম।' ছেলেটির এই চাঞ্চল্য ও হতাশা আমাদের ভাবিয়ে তুলল। আমরা একটি সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করলাম- কীভাবে এ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বইয়ের ব্যবস্থা করা যায়। আমরা বিভিন্ন পরিসংখ্যান ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম। পরিসংখ্যান ঘেঁটে আমরা আরও বিস্মিত হলাম। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতিবছর আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ শতাংশ শিশু ভর্তি হচ্ছে।

সংখ্যাটি খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু আসলেই কি তাই? আরেকটু যদি লক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পারব, এ ভর্তি হওয়া শিশুদের মধ্যে মাত্র ৫০ শতাংশ শিশু গ্র

দেশের সরকারি স্কুলে পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি শিশুদের অন্যান্য বই পড়তে কখনো উদ্বুদ্ধ করা হয় না, যা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য এবং বে বই কিনে পড়ার সামর্থ্যও এসব শিশুর নেই।

আমরা অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে আমাদের স্কুলে মাত্র ২১৬টি বই নিয়ে একটি ছোট্ট লাইব্রেরি দিলাম ২০১৬ সালে। স্কুলটি উত্তরার আমাদের পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে; কিন্তু বইয়ের সংখ্যা বাড়ছে না। আমরা তখন ফেসবুককে আমাদের কাজে লাগালাম। বই চেয়ে দিয়ে দিলাম এক

ভালো সাড়া পেলাম। এখান থেকে শুরু হয়ে গেল আমাদের প্রজেক্ট। সুতরাং এখন প্রজেক্টের নাম দিতে হবে। কী দেওয়া যায় তা চিন্তা করতে ক ভেতরের পাঠক সত্তাটিকে জাগিয়ে তুলতে। তো যেই ভাবা সেই কাজ। তাই আমাদের প্রজেক্টের নাম হয়ে গেল 'গ্রো ইওর রিডার'।

কিছুদিন পর আমরা দেখলাম আমাদের স্কুলের লাইব্রেরির জন্য আর বইয়ের দরকার নেই, তারপরও আমরা বই পাচ্ছি। তখন আমরা চিন্তা করল যায়, এতে আমাদের উদ্যোগের ইমপ্যাক্টও বাড়বে। তখন আমরা অন্য স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অতি আগ্রহ দেখে মনে সাহস পেল

এ কারিকুলামে চমৎকার গঠনমূলকভাবে বর্ণনা করা আছে কোন ধাপের পর কোন ধাপটি শিশুকে শিখতে হবে, যা শিশুর বিকাশকে করবে আরও ব্যাখ্যা, যার মাধ্যমে শিশুরা পাবে আনন্দে শেখার সুযোগ। একজন শিশু এখন রিডিং পড়ার কোন পর্যায় বা লেভেলে আছে সেটিও হিসাব করে বের

একজন শিশুকে কীভাবে প্রশ্ন করলে সে তার লেখাপড়ায় আরও মনোযোগী হবে-সেটিও বর্ণনা করা আছে। এটিকে মূলত বলা হয় Bloosm's T সৃজনশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ কারিকুলামটি একজন শিশু নিজে শিখে অন্য আরেকজন শিশুকে একইভাবে শেখাতে পারবে।

‘গ্রো ইওর রিডার’ সিটিজেন ওপেন ফোরাম থেকে ইন্সপেইরেশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ পায়। ‘হোপ ফর ২০১৮’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নিউইয়র্ক থে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছে। ইউনেস্কো এমজিআইপি টেক কনফারেন্সে আমরা ২০১৭ ও ২০১৮ সালে সুযোগ পেয়েছি রিডিং সিক্রেটস কারিকুলাম নি

আমাদের ভিশন হচ্ছে, ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ‘গ্রো ইওর রিডার’-এর একটি স্টেশন থাকবে। আমরা অনলাইন লাইব্রেরি ই সব শিশু যেন শুদ্ধভাবে বাংলা ও ইংরেজি রিডিং পড়তে পারে আমাদের রিডিং সিক্রেটস কারিকুলামের মাধ্যমে।

এই করোনাকালীন শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, তাই গ্রো ইওর রিডার তাদের অনলাইন প্ল্যাটফরম যেমন, ফেসবুক ও ইউটিউবে শুরু করেছে অ বা স্কুলের মতো নয়। তারা ইউটিউবে নিয়মিত এডুকেশনাল কনটেন্ট দিচ্ছে, ফেসবুকে স্টোরিটেলিং, কুইজ, বিভিন্ন মজার লাইভ ক্লাস নিচ্ছে শিশুদে

শিক্ষকদের জন্য আয়োজন করছে ফ্রি ট্রেনিং, যেখানে তারা শেখাচ্ছে অনলাইনে কীভাবে পড়াতে হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ তারা কাজ করছে।

সাদিয়া জাফরিন ও আমিনা আজাদ : শিক্ষক